Pub. opinion

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 05 AUG 1996

পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

OC 132

শিক্ষাঙ্গনে

শিক্ষক সমাজের সক্রিয় ভূমিকা

সুশিক্ষিত নাগরিকগণ দেশ বা জাতির বিরাট সম্পদ বিশেষ। শিক্ষাই আমাদেরকে সেই সুযোগ্য নাগরিক হতে সাহায্য করে। জাতির দুঃখ-দুর্দশা ঘুচিয়ে শান্তি আনায়ন করতে এবং জাতির কল্যাণ সাধন করতে শিক্ষা বিশেষভাবে দিক প্রদর্শন করে থাকে। আজ আমরা সেই শিক্ষার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে দূরে যেন সরে দাঁড়াচ্ছি।

শিক্ষাই মানুষকে প্রকৃত "মানুষ" রূপে গড়ে তুলে। অথচ আজকে আমরা যে শিক্ষা নিচ্ছি বা দিচ্ছি— শিক্ষা আমাদের প্রকৃত মানুষ বানিয়ে অমানুষ হবারই যেন প্রেরণা দিচ্ছে। যদি তা না হতো তাহলে হয়তো বর্তমানে অফিসে-আদালতে, কোর্টে-কাচারীতে, কল-কারখানায়, ব্যবসা-বাণিজ্যে, হাটে-বাজারে— এত ফাঁকি-ঝুঁকির কথা আমরা শুনতাম না। প্রকৃত শিক্ষা কখনো ফাঁকি দিতে শিক্ষা দেয় না। সেই শিক্ষা আমরা পাচ্ছি না বলেই আজ— "ধর্মে ফাঁকি, কর্মে ফাঁকি চলছে। ফাঁকি দিবা-রাতি, উঠাবসায়, চলাফেরায়, ফাঁকি যেন নিত্য সাথী।" ফাঁকি দিয়ে কেউ কখনো বড় হতে পারেনি ও পারবে না। তাই আমাদের জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ফাঁকি-ঝুঁকির প্রহসন পরিত্যাগ করতে হবে।

একটা জাতিকে সততায়, সাধুতায়, সহানুভবতায়, কর্তব্যপরায়ণতায়, ধর্মপরায়ণতায়, নিরপেক্ষ ন্যায়পরায়ণতায় যাবতীয় মানবিক যোগ্যতার গুণে গুণান্বিত করে গড়ে তুলতে হলে সর্বপ্রথম শিক্ষক সামাজের এগিয়ে আসতে হবে। আজ আমাদের চারপাশে প্রতিনিয়ত চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, নানাবিধ খুন-খারাবী চলছে। আমরা এখন নানাবিধ মুর্খতায় ও কুসংস্কারে এমনভাবে জড়িত হয়ে পড়েছি যে, ভাল-মন্দ নির্বাচন করার হিতাহিত জ্ঞানটাও হারিয়ে ফেলতে বসেছি।

এভাবে কোন জাতি চলতে থাকলে তার ধ্বংস অনিবার্য। এই আসন্ন ধ্বংসে থেকে বাঁচতে আমাদেরকে অবশ্যই সুশিক্ষার আশ্রয় নিতে হবে। সুশিক্ষা নিতে হলে প্রয়োজন একটা অভিজ্ঞ ও আদর্শ শিক্ষক সমাজের। আমাদের শিক্ষক সমাজের কিছুসংখ্যক আদর্শ শিক্ষক থাকলেও কিন্তু 'আসলে নকল মিশে' সব যেন একাকার হয়ে গিয়েছে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার বদনামের ধ্বনি আজ চতুর্দিকে মুখরিত। কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে শিক্ষা ব্যবস্থার কোন দোষ নেই। দোষ মূলতঃ শিক্ষক সমাজের। কারণ, যে নিজেই হেদায়েত প্রাপ্ত নয়— অপরকে হেদায়েত করবে কি দিয়ে?

কেবল স্কুল-কলেজ, মক্তবে-মাদ্রাসায় পুঁথিগত তত্ত্বজ্ঞান জাহির করলেই কি ছাত্ররা আদর্শমুখী হতে পারবে? সবার আগে শিক্ষকদের আদর্শপরায়ণ হওয়া উচিত নয় কি?

আমরা নিজেরাই যদি ফাঁকি-ঝুঁকির, হিংসা-হিংসির কোন্দলে জড়িয়ে থেকে আমাদের ছাত্রদের উপদেশ দেই— "ফাকি দেওয়া ভাল নয়।" সর্বদা সত্য কথা বলিবে, অহিংসা পরম ধর্ম।... পারবে কি আমাদের ছাত্ররা এই সব উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে গ্রহণ করে নির্দিধায় চলতে। পারছে না বলেই আমাদের এহেন দুর্ব্যবস্থা। এজন্য আমাদের শিক্ষক সমাজের উচিত, আগে নিজে আমল করে— ছাত্রদের আমল করার নির্দেশ দান করা।

আমাদের শিক্ষক সমাজ আজ নৈতিক চরিত্রহীনতার রোগে আক্রান্ত। যদি এমনটি হতো— তাহলে হয়তো বর্তমান পরীক্ষা-দুর্নীতির এত প্রকট ও প্রবল রূপটি সংঘটিত হতো না। শিক্ষকদের যারা দুর্নীতিপরায়ণমুখী— ছাত্রদের দুর্নীতিপরায়ণতার প্রবণতা তাঁরা কেমন করে দমন করবে? যারা নিজেরাই চরিত্রহীনতার দোষে পরিপুষ্ট, তাঁদের দ্বারা ছাত্রদের নৈতিক চরিত্রহীনতার প্রতিকার করা মোটেই সম্ভব নয়। যেই চিকিৎসক নিজেই রোগী, অপরের সুচিকিৎসা করা কি তার দ্বারা সম্ভব হয়?

একটা আত্মভোলা, পথভোলা জাতিকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে একমাত্র শিক্ষকরাই পথ প্রদর্শক হিসেবে কাজ করতে পারে। কিন্তু শিক্ষক সমাজই যদি পথভ্রষ্ট ও আত্মভোলা রোগে আক্রান্ত হয়— তখন জাতির ভ্রমসংশোধনের আশা কি আমরা করতে পারি?

নিজ নিজ খাছিয়তের দোষে বহু জাতির পতন ঘটেছে। আল্লাহ নিজেই ঘোষণা করেছেন— আমি ততক্ষণ পর্যন্ত কোন জাতিকে ধ্বংস করি না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে জাতি ধ্বংস না চায়। এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে এই বাংলাদেশ। নিজেদের ধ্বংস চাওয়া কোন বাঙ্গালীর কাম্য নয়। তাদের কাম্য হচ্ছে— নিজেদেরকে পৃথিবীর বুকে দুর্বার-দুর্দমনীয়, মহাপরাক্রমশালী, উন্নত জাতি হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। সে জন্য শিক্ষক সমাজের আজ জাগ্রত ও সচেতন হতে হবে। কারণ, তাঁদের হাতেই গড়ে উঠবে আগামি দিনের নাগরিক। আমাদের জাতীয় জীবনের অস্তিত্ব নাগরিকের আদর্শের উপর নির্ভরশীল। তাই আগামীদিনের জন্য সুনাগরিক সৃষ্টি করা শিক্ষক সমাজের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। এক-একজন শিক্ষকের সুমহান শিক্ষার উপরেই গড়ে উঠবে আগামীদিনের জাতির অগ্রনায়ক, চালক, সেবক আবির্ভুত হবে— সুদক্ষ শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বৈজ্ঞানিক এবং সরকারী-বেসকারী বিভিন্ন যোগ্যতম কর্মচারীবৃন্দ। যিনি সেই ডিপার্টমেন্টে কাজ করবেন— প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথ অনলস কর্মতৎপরতায়, সততায়, সাধুতায় কর্তব্যনিষ্ঠায় ছিনিয়ে আনবেন জাতীয় জীবনের উন্নতির অগ্রগতিকে।

সেই বিরাট উদ্দেশ্য সামনে রেখে শিক্ষক সমাজের আজ মানুষ গড়ার মহাসংগ্রামে নিজ নিজ শিক্ষাঙ্গনে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে।

—মোখতার আহমেদ
সহ-শিক্ষক, পানিপাড়া
সিঃ মাদ্রাসা,
ডাকঘরঃ রামমোহন বাজার,
জিঃ কুমিল্লা।